বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

ক্রেডিট বিভাগ-১

পরিকল্পনা ও পরিচালন পরিপত্র নং ২০/২০১৮ তারিখঃ ২৬/০৮/২০১৮ খ্রীঃ

বিষয়ঃ বাগদা চিংড়ি চাষের ঋণ নীতিমালা ও নিয়মাচার প্রসঙ্গে।

কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে চিংড়ি খাতের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অনস্বীকার্য। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক চিংড়ি চাষের মেয়াদ ও চিংড়ির প্রজাতি ভিত্তিক ঋণ প্রদানের বিষয়ে বিস্তারিত নীতিমালা ও নিয়মাচার তৈরি করে চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন প্রজাতির চিংড়ি চাষ পদ্ধতি কিছুটা নিবিড় হওয়ার ফলে এবং চিংড়ি চাষের উপকরণসমূহের দাম বৃদ্ধির কারণে চিংড়ি চাষের খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ বিষয়ে মাঠ কার্যালয়ে ঋণ মঞ্জুরি ও বিতরণে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে বাগদা চিংড়ি চাষ ঋণের নীতিমালা ও নিয়মাচার হালনাগাদ করার প্রয়োজনীয়তার আলোকে পরিকল্পনা ও পরিচালন পরিপত্র নং-৩৫/২০০২ তারিখ ৩০/০৯/২০০২; পরিপত্র নং-১১/২০০৬ তারিখ ০৫/১১/২০০৬ ও পরিপত্র নং- ০৮/২০০৯ তারিখঃ ২৪/০৮/২০০৯ বাতিল করে ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের ১৯/০৮/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত ৭১৬ তম সভায় বাগদা চিংড়ি চাষের ঋণ নীতিমালা ও নিয়মাচার নিম্নরূপভাবে নির্ধারণ করা হলোঃ

০২। ঋণের উদ্দেশ্যঃ

বাগদা চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রকৃত চাষীদের মাঝে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত নিয়মাচার মোতাবেক বাগদা চিংড়ি চাষে ঋণ প্রদান।

০৩। ঋণের প্রকৃতি ঃ

দেশের ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থা বিবেচনায় এবং সারা বছর পোনা পাওয়া যায় বিধায় বাগদা চিংড়ি চাষকে মৌসুম ভিত্তিক সীমাবদ্ধ না রেখে বাস্তবতার নিরিখে সারা বছর স্বল্প মেয়াদি বাগদা চিংড়ি চাষ ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করা যাবে। বাগদা চিংড়ি চাষ ঋণ স্বল্প মেয়াদি (বার মাস) এবং চলতি মূলধন ঋণ হিসেবে প্রদান করা যাবে। স্বল্প মেয়াদি ও চলতি মূলধন ঋণ যথারীতি সংশ্লিষ্ট খাতে হিসাবভূক্ত করতে হবে।

০৪। ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতাঃ

গ্রামীন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র বিমোচন এবং অভ্যন্তরীণ সম্পদ বৃদ্ধির জন্য চিংড়ি চাষে প্রান্তিক ও পেশাদার চিংড়ি চাষীদের একক/যৌথ মালিকানাধীন অথবা ইজারা প্রাপ্ত বিভিন্ন আয়তনের খামারে/ঘেরে বাগদা চিংড়ি চাষের জন্য শুধুমাত্র পরিচালন ব্যয় (পোনা ক্রয়, খাদ্য সরবরাহ, অন্যান্য খরচ, ঔষধ ইত্যাদি) বাবদ স্বল্প মেয়াদি ঋণ প্রদান করা যাবে। এ ক্ষেত্রে ঘেরের মাটি খনন/পুনঃ খনন, ঘের তৈরিকরণ, ইজারা খরচ/মূল্য ইত্যাদি খাতে উদ্যোক্তার নিজস্ব বিনিয়োগ সম্পন্ন হবার পরই ব্যাংক ঋণ বিবেচনা করা যাবে। বর্তমানে প্রচলিত ব্যাংকের ঋণ ম্যানুয়েলের ২.০১ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত কৃষক/ব্যক্তিবর্গ ঋণ প্রাপ্তির যোগ্য। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ও পূর্ব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ অগ্রাধিকার পাবে।

০৫। ঋণের মাত্রা (নর্মস)ঃ

স্বল্প মেয়াদি ঋণ ও চলতি মূলধন ঋণের আওতায় বাগদা চিংড়ি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চাষের জন্য পরিচালন ব্যয় বিবেচনায় এনে বাংলাদেশ ব্যাংকের ২৫/০৭/২০১৮ তারিখের জারীকৃত কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি সংশ্লিষ্ট এসিডি সার্কুলার নং-০১ এ বিবৃত নর্মস মোতাবেক ঋণ মঞ্জুরি করা যাবে যা সময়ে সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত নীতিমালার আওতায় পরিবর্তিত হবে। প্রাক্কলিত খরচ একক হিসেবে ধরে বিভিন্ন আয়তনের খামার/ঘেরে ঋণের পরিমাণ নিরুপণ করতে হবে। প্রদত্ত মোট উৎপাদন খরচের ৭০% পরিচালন ব্যয় হিসেবে স্বল্প মেয়াদি বা চলতি মূলধন আকারে ঋণ প্রদান করা যাবে। প্রদর্শিত প্রজাতি ব্যতিত অন্য প্রজাতির চিংড়ি চাষ বা মিশ্র চাষের জন্যও প্রকৃত উৎপাদন খরচের প্রাক্কলন করে প্রাক্কলিত খরচের ৭০% ঋণ প্রদান করা যাবে। অবশিষ্ট ৩০% টাকা উদ্যোক্তা কর্তৃক ইকুইটি/ মার্জিন হিসাবে প্রদান করতে হবে।

০৬। ঋণের আবেদন ফরম ঃ

৩.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত চিংড়ি চাষে ঋণের ক্ষেত্রে প্রচলিত শস্য ঋণ আবেদন/দরখাস্ত ফরম (এল,এফ-৬) এবং ৩.০০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে চিংড়ি চাষে ঋণ এর ক্ষেত্রে বন্ধকি ঋণের আবেদন ফরম (এল, এফ-২) ব্যবহার করতে হবে। যে সকল ঋণ চলতি মূলধন ঋণের আদলে প্রদান করা হবে সে ক্ষেত্রে চলতি মূলধন ঋণের আবেদন ফরম (এল, এফ-৮) ব্যবহার করতে হবে। আবেদন ফরমের মূল্য, প্রক্রিয়াকরণ ফি,সার্চ ফি এবং এ্যাপ্রাইজাল ফি অন্যান্য ঋণের মত প্রচলিত নিয়মে গ্রহণ করতে হবে।

চলমান পাতা-০২

০৭। জামানতঃ

(ক) একক মালিকানাধীন ঘেরের ক্ষেত্রে ঋণের বিপরীতে চাষাধীন ঘের/খামার যথানিয়মে বন্ধক নিতে হবে। ৩.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণের জন্য সহায়ক জামানত গ্রহণ বাধ্যতা মূলক হবে না । তবে, ৩.০০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বের ঋণাংকের জন্য অবশ্যই সহায়ক জামানত গ্রহণ করতে হবে এবং ঘেরের চিংড়ি মৎস্য বন্ধকি দলিলায়নের মাধ্যমে ব্যাংকের নিকট বন্ধক থাকবে।

(খ) তবে ইজারা গ্রহণকারী আগ্রহী উদ্যোক্তা পর্যাপ্ত সহায়ক জামানত প্রদানে অক্ষম হলে সেক্ষেত্রে তার উপযুক্ততা (চিংড়ি চাষে অভিজ্ঞতা, উদ্যম, বিশ্বস্থতা, স্থানীয় সুনাম ও সুখ্যাতি ইত্যাদি) বিবেচনায় রেখে ব্যাংকের নিকট গ্রহণযোগ্য এবং ঋণাংকের কমপক্ষে দেড়গুন টাকা পরিশোধে সক্ষম এরূপ স্বচ্ছল একজন জামিনদারের ব্যক্তিগত নিশ্চয়তায় সর্বোচ্চ ৩.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জামানতবিহীন ঋণ প্রদান করা যাবে।

জামানত বিহীন ঋণ মঞ্জুরির ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত অতিরিক্ত নির্দেশনা পরিপালন করতে হবেঃ

৭.খ.১) চিংড়ি চাষের জন্য প্রয়োজনীয় জলাশয় ঋণ গ্রহীতার নিজস্ব জমিতে/লিজকৃত জমিতে নিজ খরচে নির্মাণ করতে হবে এবং তা শাখার মাঠকর্মী ও ব্যবস্থাপক কর্তৃক নিশ্চিত করতে হবে;

৭.খ.২) উদ্যোক্তা সংশ্লিষ্ট এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা মর্মে বিষয়টি নিশ্চিত করণের নিমিত্তে খামার/বাড়ী/ চাষাবাদযোগ্য জমির মূল দলিল, খতিয়ান এর কপি ও হালসনের খাজনার দাখিলা ঋণ নথিতে সংরক্ষণ করতে হবে। গৃহীত দলিলাদি/কাগজ পত্রাদি প্রচলিত নিয়মে ঋণ অবসায়নের পর ফেরৎ প্রদান করা হবে মর্মে মঞ্জুরি পত্রে উল্লেখ করতে হবে;

৭.খ.৩) সুদসহ ঋণাংকের পরিমাণ আবৃত করে অগ্রিম তারিখ সম্বলিত তফসিলি ব্যাংকের ক্রসচেক গ্রহণ করতে হবে;

৭.খ.৪) উক্ত দলিলাদি ছাড়াও চলতি মূলধন ঋণের ক্ষেত্রে ব্যাংকের প্রচলিত অন্যান্য দলিলাদি সম্পাদন করতে হবে;

৭.খ.৫) নির্ধারিত দেয় তারিখ অতিক্রান্ত হওয়ার ছয় মাসের মধ্যে ঋণ আদায় না হলে যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৭.খ.৬) একক ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নামে জামানত বিহীন ঋণ একীভূত করে কোন অবস্থাতেই ৩.০০ লক্ষ টাকার অধিক হতে পারবে না।

০৮। ঋণ আবেদন মূল্যায়নঃ

ব্যাংকের প্রচলিত নিয়মে ঋণ ম্যানুয়েল অনুযায়ী।

০৯। ঋণ ঝুঁকি নির্ণয়ঃ

ব্যাংকে বর্তমানে প্রচলিত নিয়মানুসারে ক্রেডিট রিস্ক গ্রেডিং ম্যানুয়েলের ভিত্তিতে ঋণ ঝুঁকি নির্ণয় করতে হবে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

১০। ঋণ মঞ্জুরি ক্ষমতা ঃ

পর্ষদ সচিবালয় বিভাগের পরিপত্র নং-পসবি-০১/২০১৬ তারিখঃ০১/০২/২০১৬ মোতাবেক ব্যবসায়িক ক্ষমতা প্রয়োগ করা যাবে।

১১। *সুদের হারঃ*

স্বল্প মেয়াদি ও চলতি মূলধন ঋণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সুদ হার ৯% প্রযোজ্য হবে যা ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে পরিবর্তিত হারের সাথে পরিবর্তিত হবে।

১২। দলিলায়নঃ

ঘের/খামার ইজারা প্রাপ্ত হলে লিজ ডিড নন-জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্পের উপর লীজ চুক্তিনামা থাকতে হবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উপজেলা মৎস্য অফিস হতে উদ্যোক্তার ঘেরের মালিকানা সংক্রান্ত (ঘেরের চৌহদ্দীসহ) চিংড়ী খামারের রেজিষ্ট্রেশন থাকতে হবে। এছাড়া নিম্নোক্ত দলিলায়ন সম্পাদন করতে হবেঃ

১) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে চিংড়ি বন্ধকি দলিল (Shrimp Hypothecation Deed) সম্পন্ন করতে হবে;
২) ডি, পি, নোট নিতে হবে;
৩) লেটার অব কনটিনিউটি নিতে হবে;

চলমান পাতা-০৩

৪) ইজারাকৃত ঘের/খামারে চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে ইজারাদাতার নিকট হতে আমমোক্তারনামা (Power of Attorney) বা ৩০০/- টাকা মূল্যমানের নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে সম্মতি পত্র (Letter of Consent) গ্রহণ করতে হবে। আমমোক্তারনামার সম্মতি পত্রে ইজারাকৃত পুকুরে চিংড়ি চাষ করার জন্য ইজারা গ্রহীতা কর্তৃক ব্যাংক ঋণ গ্রহণে ইজারাদাতার সুস্পষ্ট সম্মতি উল্লেখ থাকতে হবে ;

৫) ব্যাংকের প্রচলিত নিয়মে বিধি মোতাবেক অন্যান্য দলিলাদি সম্পন্ন করতে হবে।

১৩। ঋণ বিতরণঃ

একর প্রতি পরিচালন ব্যয়ের ভিত্তিতে স্বল্প মেয়াদি বা চলতি মূলধন ঋণ মঞ্জুরি করা যাবে। স্বল্প মেয়াদি ঋণ (সর্বোচ্চ বার মাস) এককালীন বিতরণ করা যাবে। চলতি মূলধন ঋণ হিসাবের ক্ষেত্রে উদ্যোক্তা শাখায় ঋণ হিসাবের মাধ্যমে মঞ্জুরিসীমার মধ্যে মঞ্জুরিকৃত ঋণ সীমার মধ্যে উত্তোলন করতে পারবে এবং সমন্বয়চক্র অনুযায়ী ঋণের টাকা জমা/সমন্বয় করতে পারবে। চলতি মূলধন ঋণ মঞ্জুরি ও বিতরণের ক্ষেত্রে উক্ত ঋণের নিয়ম বিধি অনুসরণ করতে হবে।

১৪। ঋণ হিসাবের খাত ঃ

চিংড়ি চাষ ঋণ স্বল্পমেয়াদি - ১০১ এবং চলতি মূলধন আকারে প্রদত্ত ঋণ-১০১৪ খাতে যথারীতি হিসাবভূক্ত করতে হবে। তবে চিংড়ি খাতে বিতরণকৃত ঋণ (স্বল্প মেয়াদি বা চলতি মূলধন যাই হোক না কেন) কেবলমাত্র চিংড়ি খাতের প্রতিবেদনেই দেখাতে হবে- অন্য কোন খাতে দেখানো যাবে না। অশ্রেণিকৃত ঋণ শ্রেণিকৃত হয়ে পড়লে ব্যাংকের প্রচলিত নিয়মে হিসাবের খাত পরিবর্তিত হবে।

১৫। ঋণ আদায়/ পরিশোধ পদ্ধতিঃ

স্বল্প মেয়াদি ঋণের মেয়াদ হবে ১২ (বার) মাস বা এক বছর। এক বছর পর সুদসহ আদায়যোগ্য। চলতি মূলধন ঋণের ক্ষেত্রে সমন্বয় চক্র হবে ১৮০ দিন অর্থাৎ বছরে ২(দুই) বার। প্রথম উত্তোলনের তারিখ হতে সর্বোচ্চ ১(এক) বছরের মধ্যে সুদসহ ঋণ আদায়/সমন্বয় নিশ্চিত করতে হবে। মেয়াদ শেষে পরবর্তী বছরের জন্য ব্যাংকের বিদ্যমান নিয়মানুসারে নবায়ন করতে হবে।

১৬। অন্যান্যঃ

(ক) ইজারার সময়কালঃ

স্বল্প মেয়াদি বা চলতি মূলধন বাগদা চিংড়ি চাষ ঋণের জন্য ইজারা প্রাপ্ত ঘের/খামারের ক্ষেত্রে ইজারার সময়কাল ন্যূনতম ৩ বছর হতে হবে।

(খ) চিংড়ি চাষ পদ্ধতি ও বিভিন্ন কলাকৌশল সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত ও প্রযুক্তিগত পরামর্শের জন্য জেলা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার সহায়তা নেয়া যেতে পারে।

১৭। তত্ত্বাবধান ও পরিধারণ ঃ

শাখার মাঠকর্মী, শাখা ব্যবস্থাপক নিবিড় তদারকির মাধ্যমে ঋণের ব্যবহার, ঋণ হিসাব পরিচালনা, যথাসময়ে আদায় নিশ্চিতকরণসহ, তত্ত্বাবধান ও পরিধারণ কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। চিংড়ি চাষে ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধি, লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং সম্ভাবনাময় এ খাতে কৃষি ব্যাংকের ভূমিকা জোরদার করার লক্ষ্যে প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় কার্যালয় ও মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয় থেকে এ ধরনের ঋণ সময় সময় পরিদর্শন করে শাখা ও চিংড়ি চাষীদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এ খাতে ঋণদান জোরদারকরণ ও চিংড়ি চাষীদের উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে প্রতি অঞ্চলে চিংড়ি চাষের জন্য নতুন গুনগত মান সম্পন্ন ভাল ঋণ বিতরণ করতে হবে। ঋণ সমূহের যথাযথ সদ্ব্যবহার যাচাই নিশ্চিত করতে হবে এবং সঠিক সময়ে ঋণ সমূহ যাতে আদায় নিশ্চিত হয় সেদিকে সর্বদা সর্তক দৃষ্টি রাখতে হবে।

১৮। পরিদর্শন ও যাচাই ঃ

নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ শাখা পরিদর্শন কালে এ কর্মসূচির আওতায় বিতরণকৃত ঋণ সমূহের মঞ্জুরি ও বিতরণের যথার্থতা পরীক্ষা/পর্যালোচনা করবেন। তাছাড়া ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা দল কর্তৃক নিরীক্ষাকালে ঋণের সদ্ব্যবহার যাচাই করতে হবে।

চলমান পাতা-০৪

১৯। প্রতিবেদন প্রেরণ ঃ

এ কর্মসূচির আওতায় শাখা কর্তৃক বিতরণকৃত ঋণের শাখা/অঞ্চলওয়ারী অগ্রগতির প্রতিবেদন বিভাগীয় কার্যালয়ের মাধ্যমে নিম্নোক্ত ছকে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পরবর্তী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে শাখা নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবসা উন্নয়ন বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

(লক্ষ টাকায়)

শাখার নাম/অঞ্চল	ঋণ বিতরণ		আদায়যোগ্য ঋণ		আদায়কৃত ঋণ		শ্রেনীকৃত ঋণ		অনাদায়ী ঋণস্থিতি	
	সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ

২০। বর্ণিত নীতিমালা অনুসরণ করে বাগদা চিংড়ি চাষ খাতে ঋণ বিতরণ কার্যক্রম সফলভাবে অব্যাহত রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হলো।

অনুমোদনক্রমে-

(মোঃ শহিদুল ইসলাম)
মহাব্যবস্থাপক
পরিকল্পনা ও পরিচালন মহাবিভাগ
ফোনঃ ৯৫৫৪১৬৯

নং-প্রকা/ক্রেঃ বিঃ -১/৩(৭)/২০১৮-১৯/১৩৭ (১২৫০) তারিখঃ - ঐ -

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ

০১। চীফ স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০২। স্টাফ অফিসার, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ১/২/৩ মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৩। স্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর,বিকেবি,প্রধান কার্যালয়/বিভাগীয় কার্যালয়সমূহ/ স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়।
০৪। অধ্যক্ষ, বিকেবি স্টাফ কলেজ, মিরপুর, ঢাকা।
০৫। সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক/সচিব, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৬। উপমহাব্যবস্থাপক, আইসিটি সিস্টেমস্ , কার্ড ও মোবাইল ব্যাংকিং বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। *উপরোক্ত পরিপত্রটি ব্যাংকের অফিসিয়াল ওয়েব সাইটে আপলোড করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।*
০৭। বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়সমূহ।
০৮। উপ-মহাব্যবস্থাপক, সকল কর্পোরেট শাখাসমূহ।
০৯। সকল মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহ।
১০। সকল আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয়সমূহ।
১১। সকল শাখা ব্যবস্থাপক, (মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকের মাধ্যমে) বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
১২। নথি / মহানথি।

২৮.০৮.২০১৮

(মনির উদ্দিন)
উপ-মহাব্যবস্থাপক
ফোনঃ ৯৫৫০৪০৩